সিমলা
পরিচালনায়
অগ্রদূত

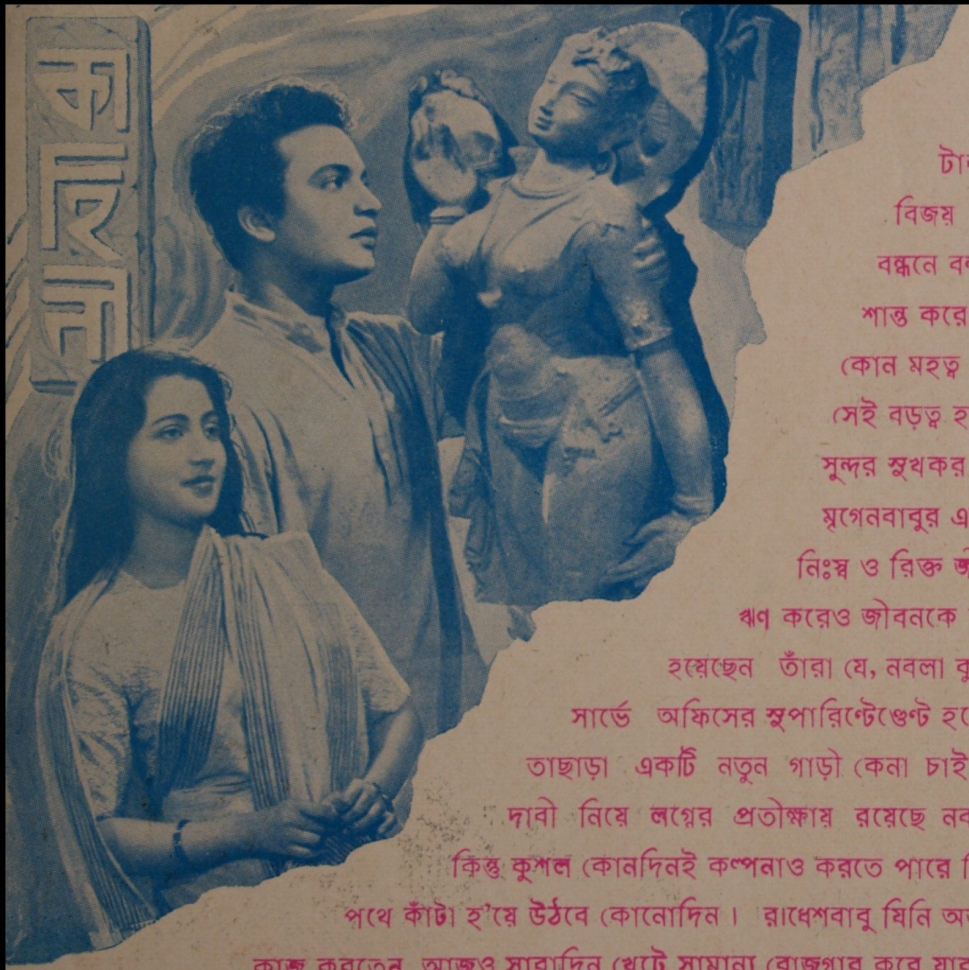

আনন্দ সদন নামে এত বড় একটা বাড়ি আর দু'লাখেরও বেশী টাকা আছে যাঁর সেই বিজয় ইঞ্জিনিয়ারের একমাত্র ছেলে কুশল। বিজয় বাবুর জীবনটা এখন সংসারের কোনো টাকা-ভরা সুখের বন্ধনে বন্দী হয়ে নেই। কোন্ এক দিব্য বিশ্বাসের আবেশ যেন তাঁকে শান্ত করে রেখেছে। কিন্তু বিজয় বাবুর এই ধরণের জীবনের মধ্যে কোন মহত্ব আছে বলে মনে করে না কুশল। বড় হতে চায় কুশল, এবং সেই বড়ত্ব হলো যশ মান অর্থ বিত্ত এবং পদ ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে বাঁচতে এক সুন্দর সুখকর বড়ত্ব। নবলাও ঠিক তাই চায়। রত্না ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মৃগেনবাবুর একমাত্র মেয়ে নবলা। মৃগেনবাবু এবং তার স্ত্রী নন্দা দেবীও নিঃস্ব ও রিক্ত জীবনের শাসন মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে চান না। তাঁরা ঋণ করেও জীবনকে বড় মানুষী রঙে রঙীন ক'রে সাজিয়ে রাখতে পারেন। সুখী হয়েছেন তাঁরা যে, নবলা কুশলের মত এক বড় লোকের ছেলেকেই ভালবেসেছে। সার্ভে অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হবে কুশল। ওই বড় মাইনে চাকরীটা আগে পেয়ে যাক কুশল। তাছাড়া একটি নতুন গাড়ী কেনা চাই এবং একটি নতুন বাড়ী হওয়া চাই। এই রকম আশার দাবী নিয়ে লগ্নের প্রতীক্ষায় রয়েছে নবলা ও কুশল।

কিন্তু কুশল কোনদিনই কল্পনাও করতে পারে নি যে রাধেশবাবুর মেয়ে স্বরূপাই তার এই স্বপ্নের পথে কাঁটা হ'য়ে উঠবে কোনোদিন। রাধেশবাবু যিনি অতীতে ইঞ্জিনিয়ার বিজয়বাবুরই অধীনে কাজ করতেন, আজও সারাদিন খেটে সামান্য রোজগার করে যার দিন চলে, তাঁর মেয়ে স্বরূপা এই

আনন্দ সদনেরই সংসারের আজ আপনজন হয়ে গিয়েছে। দশ বছর ধ'রে নানা প্রয়োজনে, যেন এক কাজের দায়ে। কিন্তু শুধুই কি কাজের দায়ে? বিজয়বাবু এবং মিত্রা দেবীও জানেন, মনের দায়েও বটে। স্বরূপা ভালবাসে কুশলকে, যদিও স্বরূপা কোনদিন সে কথা কুশলকে বলে নি। ভালবেসেই সুখী হয়ে আছে স্বরূপা।

নবলাকে বিয়ে করতে চায় কুশল, প্রস্তাব শুনে খুসি হলেন না বিজয়বাবু আর মিত্রা দেবী। যে স্বরূপা হাতের কাছে এক গেলাস জল এগিয়ে না দিলে জল খেতেই ভুলে যায় কুশল, সেই মেয়েকে জীবনে চিরকালের আপন করে নিবার কথা মনে হয় না কুশলের, এও কি সম্ভব?

কুশলের বিস্ময়টাও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। স্বরূপার মত অতি সাধারণ একটা মেয়েকে কুশলের মত উচ্চাশা, সুশিক্ষা আর উন্নতরুচির মানুষ বিয়ে করবে, বিজয়বাবু আর মিত্রাদেবীর এই অদ্ভুত বিশ্বাসটাই যেন কুশলকে অপমানে আহত করে। মানে স্বরূপা নামে ঐ দরিদ্রের মেয়ে আজ অধিকারের মাত্রা ভুলে গিয়ে কুশলের জীবনের স্বপ্ন নবলাকে মিথ্যে করে দেবার ষড়যন্ত্র করেছে।

প্রত্যাখ্যাতা হয়ে আনন্দ সদন হতে সেই যে চলে এল স্বরূপা, তারপর থেকে সে বাড়ীতে ফিরে যাবার কথা কোনদিন ভাবেনি। কিন্তু ভেবেছে কুশলেরই কথা; নবলাকে ভালবেসে সুখী হয়েছে তো কুশল? তার জীবনের সুখ, দুঃখ, সম্মান আর গৌরব অটুট হয়ে আছে তো? স্বরূপার জীবনে শুধু এই প্রশ্ন ছাড়া আর কোন প্রশ্ন ছিল না।

কিন্তু কুশলের স্বপ্ন যেন একটির পর একটি করে ভয়ানক এক আকস্মিকের আঘাতে

যেন আর্ত্তনাদ করে উঠতে থাকে। রত্না ব্যাঙ্ক হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়; লক্ষপতির ছেলে কুশলের গর্ব যেন এক আকস্মিকের এক মুহূর্ত্তের খেলায় গরীব হয়ে ধূলোর উপর লুটিয়ে পড়ে। সেই বড় মাইনের সার্ভিসটাও কুশলের আবেদন অগ্রাহ্য ক'রে অন্য কে এক বিলাত ফেরৎ দেবি রায়ের ভাগ্য প্রসন্ন করে। নবলার কাছে ছুটে আসে কুশল। কিন্তু কুশলকে দেখে আজ নবলা অস্বস্তি বোধ করে। শেষ পর্য্যন্ত কোন কুণ্ঠা না রেখে স্পষ্ট ভাষায় একটি অনুরোধের বাণী শুনিয়ে দেয়—আমি না ডাকলে তুমি আর এস না কুশল। চলে যায় কুশল। প্রতীক্ষায় থাকে কবে আসবে নবলার করুণার ডাক? কিন্তু ডাক আসে না। টাকা-পয়সা-যশ-মান ও পদপ্রতিষ্ঠা নিয়ে কোন—সৌভাগ্যও জীবনে দেখা যায় না। আশাহত জীবনের বেদনার ভারে যেন দিন দিন ভেঙ্গে পড়তে থাকে কুশল। নেমে পড়তেও থাকে। পৃথিবার যত কুৎসিত অন্ধকারকেই এখন ভাল লাগে কুশলের। জীবনটাকে এক অতি ভয়ানক অধঃপতনের কাছে নিয়ে এসে একটি আঘাত পেয়েই যেন চমকে উঠলো কুশলের ধূলোয় ঢাকা পড়া জীবনের দ্যুতি।

সংসারকে অবমাননার অভিযানে সে প্রমত্ত ঔদ্ধত্য নিয়ে হাজির হয়েছিল স্বরূপার সামনে। ফুলবাড়ির কোমলাঙ্গী এই মেয়ে পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠেছিল সেদিন। বলেছিলো তাকে—'আমাকে ঘৃণা করতে ভালো লাগে কোরো—নিজেকে ঘৃণা কোরো না।'

চমকে উঠেছিল কুশল যেন সেই আঘাতে। কিন্তু সত্যিই সে আঘাত—না এক পরশমণির ছোঁয়া?

(১)

নবলার গান—

ঝিরি ঝিরি পিয়ালের ঠাণ্ডা ছায়াতে আজ
বন-ময়ূরের নাচ দেখতে যাব,
লাল লাল শিমূলের অনুরাগে ভরা রঙ
অন্তরে আজ আমি কুড়িয়ে পাব।
আকাশের নীল সীমা ছাড়িয়ে,
খেয়ালী এ মন যাক হারিয়ে—
ঝিম ঝিম নেশা-লাগা ভ্রমরের মত আজ
মহুল আর মহুয়ার মধু যে খাব ॥

ওগো বউ কথা কও—
তুমি মিছেই শুধাও,
আমি নিজেই জানি না মোর ময়ূরপঙ্খী মন
কোথায় উধাও—
কৃষ্ণচূড়ার কুঁড়ি কুড়ায়ে
হাওয়ায় আঁচল দেব উড়ায়ে,
নীলকণ্ঠের সুরে কণ্ঠ মিলায়ে আজ
সারা বেলা শুধু গান যে গাব ॥

নেপথ্য কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

(২)

নবলার গান—

পাখীর কুজন শুনে আর রাতের তারা গুণে
আবেশে মন ভরে থাক্ না,
সোনালী এ দিন যায়, রূপালী এ রাত যায়—
তারা স্বপ্নে ফুরিয়ে যাক্—যাক্‌না !
আজ প্রাণের কথা গানের কথায় রঙ্ ঝরাক্,
ফুলের কানে নিমন্ত্রণের সুর ছড়াক্—
ছন্দে সুরে সুরে ঐ ডাকে আমায় দূরে,
কোন প্রজাপতির ব্যাকুল দুটি পাখনা।

★

এ ছবিটিতে আবহ ও নেপথ্য যন্ত্র-
সঙ্গীতে স্বরোদ বাজিয়েছেন :
ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ

★

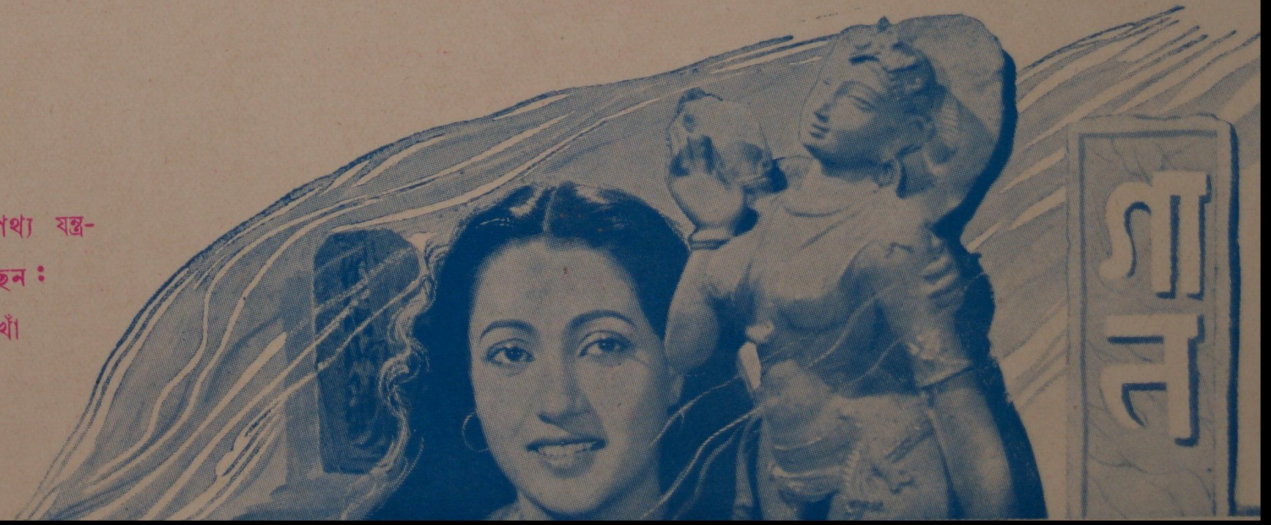

মোর ভাল-লাগাতে, এই চমক জাগাতে
কোন ফাগুন এল আজ জানি না
তাই কোন বাধা, কোন লাজ মানিনা।
আজ কামরাঙা বন অনুরাগে মন রাঙ্গায়,
কোন কামনারই ছোঁয়ায় আমার ঘুম ভাঙ্গায়।
অলির পাখায় উড়ে আর ফুলের পাড়া ঘুরে—
এই হৃদয় আমার খুশীর পরশ পাক না॥

নেপথ্য কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

(৩)

নবলার গান—

মাটিতে চন্দ্রমল্লিকা আকাশে চন্দ্রকলা—
পৃথিবী যখন ঘুমায় তাদের
সুরু হয় কথা বলা।
"চন্দ্রমল্লিকা গো"—
চুপে চুপে ঐ চন্দ্রকলা যে বলে,
"তোমার হাসির মাধুরী আমার
বুকের আলোতে ঝলে :
হ'ল যে ধন্য মোর প্রদীপের
সারারাত ধরে জ্বলা!"

দুটি হৃদয়ের শপথ ভরানো সুরে
উলু দেয় ঐ নীড়ে জেগে-থাকা পাখী—
স্বপ্ন পিয়াসে ঐ ত তাদের
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
'চন্দ্রকলা গো শোন,"—
কহিছে চন্দ্রমল্লিকা ঐ হেসে,
"আমি যে ধন্য মোর হাসি যবে
তে মার আলোতে মেশে!"
দুজনার পানে চেয়ে থেমে গেছে
নিশীথের পথ চলা॥

নেপথ্য কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

(৪)

শান্তির গান—

এখন তখন করি দিবস গমাওল
দিবস দিবস করি মাসা—
মাস মাস করি বরষ গমাওল
ছোড়লুঁ জীবন আশা।

নেপথ্য কণ্ঠ : ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

পাঠকের গান—

সীতা রামময় রাম সীতাময়—
দো শরীর এক প্রাণ।
দম্পতী ব্রত কি সাধনা
সাধে সীতারাম।
থাকে নয়ন রঘুপতি ছবি দেখি
পলক নহুঁ পরিহারি নিমেখি—
অধিক সনেহ বিবসভই ভোরী
শরদ শশীহি জনু চিতব চকোরী ॥

নেপথ্য কণ্ঠ : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

(৬)

পাঠকের গান—

জল্ বিচ্ কুমুদ্ বসে,
চন্দা বসে আকাশ।
যো জন যাকে হৃদ্ বসে,
সো জন তাকো পাশ ॥

নেপথ্য কণ্ঠ : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

(৭)

শান্তির গান—

হরি, হরি হরি ! কো ইহ দৈব দুরাশা
সিন্ধু নিকটে যব কণ্ঠ শুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা ॥

নেপথ্য কণ্ঠ : ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮)

স্বরূপার গান—

ধূপ চিরদিনই গন্ধ ছড়ায়ে জ্বলে,
হাসিমুখে সে যে আপনারে করে ক্ষয়—
সূর্য্যমুখী কি মুখে কোন কথা বলে—
(শুধু) সূর্য্যের পানে নীরবেই চেয়ে রয় !
যে নদী নিজেরে দিল গো আহুতি
মরুর পায়ের কাছে,
সে মরণে তার কত যেন সুখ আছে !
ফল্গুরে কভু যায় না ত দেখা—
অলখে লুকায়ে রয় ॥
প্রতিদান চেয়ে হৃদয় নিজেরে
করে কি সমর্পণ,
যে মুরতি থাকে দেবালয়ে তার
নাই গো বিসর্জন—
একই ফুল দিয়ে দুটি দেবতার
পূজা কি কভুও হয় ॥

নেপথ্য কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

সানরাইজ ফিল্মস প্রযোজিত

ভেনাস ফিল্মসের নিবেদন—

* ত্রিযামা *

পরিচালনা : **অগ্রদূত**

কাহিনী ও সংলাপ : **সুবোধ ঘোষ**

চিত্রনাট্য : **সুবোধ ঘোষ, নিতাই ভট্টাচার্য্য ও অগ্রদূত**

গীতিকার : **গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার**

সঙ্গীত পরিচালনা : **নচিকেতা ঘোষ**

স্থিরচিত্র-গ্রহণ : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

চিত্র পরিস্ফুটনা : ইউনাইটেড সিনে ল্যাবোরেটরীজ

যন্ত্র সঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীবাবুলাল চোখানি, শ্রীসত্যনারায়ণ খান

স্বরাজ পারফিউমারী এণ্ড সোপ্ ওয়ার্কস্

পরিবেশক : সিনে ফিল্মস

সানরাইজ ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স (প্রাইভেট) লিঃ কলিকাতা-১৩ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত

চিত্রশিল্পী : বিভূতি লাহা, বিজয় ঘোষ

শব্দযন্ত্রী : যতীন দত্ত

শিল্প নির্দ্দেশক : সত্যেন রায়চৌধুরী

সম্পাদক : সন্তোষ গাঙ্গুলী

ব্যবস্থাপক : তারক পাল

দৃশ্য সজ্জা : সুধীর খান

রূপসজ্জা : বসির আমেদ

* সহকারীগণ *

পরিচালনায় ... অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সলিল দত্ত

চিত্র গ্রহণে ... দিলীপ মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ বসাক, অশোক দাস

শব্দ ধারণে ... অমিল তালুকদার, শৈলেন পাল

সম্পাদনায় ... রমেন ঘোষ

রূপসজ্জায় ... বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে

দৃশ্য সজ্জায় ... জগবন্ধু সাউ

ব্যবস্থাপনায় ... সুবোধ পাল, সুবোধ দে

আলোক নিয়ন্ত্রণ করেছেন : সুধাংশু ঘোষ, শম্ভু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, অমূল্য দাস

ছবিতে প্রদর্শিত গঙ্গা মূর্ত্তিটির পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণ মৃৎশিল্পী শ্রীসুনীল পালের।

রূপায়ণে : উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন

অনুভা গুপ্তা, চন্দ্রাবতী, ছায়া দেবী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, কমল মিত্র, নীতীশ মুখার্জ্জি, দীপক মুখার্জ্জি, শোভা সেন

জীবেন বসু, মিহির ভট্টাচার্য্য, হরিধন মুখার্জ্জী, গৌর, চন্দ্রশেখর, ডাঃ হরেন, শান্তি মজুমদার, কেতকী ...